অধ্যাপক হামিদুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ

প্রস্তাবিতঃশহীদ গাজী আলাউদ্দিন মাস্টার স্কুল এন্ড কলেজ

সাবেকঃনতুন বাক্তারচর স্কুল এন্ড কলেজ

গ্রামঃ আলুকান্দা, পোঃকোন্ডা, দক্ষিন কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ।

এক নজরে বিগত ৬ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ

গভর্নিংবডি,শিক্ষক-কর্মচারী সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতায় অধ্যক্ষ হিসেবে আমার বিগত ৬ বছরে নিম্নের কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে ।

১/ কলেজ স্বীকৃতি নবায়ন ২০১৯-২০২১= ২ বছর, ২০২১-২০২৪খ্রি.=৩বছর ,২০২৪-২০২৭=৩ বছর,মোট=৮বছর

২/ রুহুল আমিন হাওলাদার ও শহিদুল ইসলাম ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাডি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা ৩৫০/= থেকে ৫০০/ টাকায় উন্নীত করণ অন্যায় ভাবে বৈষম্য ছিল।

৩/ স্টেইনলেস স্টীল বার এবং টাইলস দিয়ে একটি ফ্লাগ স্ট্যান্ড নির্মাণ করা ।

৪/ দুই বছর যাবত খন্ডকালীন নিয়োগ করা অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ফজলে এলাহী কে নিয়োগ দান এবং এম. পি. ও ভুক্ত করণ ।

৫/ ২০০৪ সনে বৈধ নিয়োগ প্রাপ্ত রানু সরকারকে এম পি ও ভুক্ত করণ।

৬/ ২০১২ সনে নিয়োগ প্রাপ্ত সাইফুল ইসলাম কে এম পি ও ভুক্ত করণ ,বি এড করানো এবং উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি।

৭/ উত্তর দিকের দোতলা টিন শেড বিল্ডিং ভেঙ্গে ৪ তলা আধুনিক ভবন নির্মান করা ।

৮/ পশ্চিম দিকের এক তলা ভবন এর সম্প্রসারণ করে ৪ তলা আধুনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ।

৯/ উত্তর দিকের পরিত্যক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত এক তলা ভবন কে তিন তলায় উত্তীর্ণ করা এবং বিজ্ঞান ভবন নামকরণ করে নীচ তলায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান বিভাগ করা হয়েছে ।

১০/ কলেজ শাখাকে এম পি ও ভক্ত করণ এবং ১১জন প্রভাষক কে এম . পি. ও ভুক্ত করণ

১১/ দুই বারে ৪ জন প্রভাষক নিয়োগের জন্য NTRCA- এর চাহিদা প্রদান ( ICT , Bangla, Islamic Studies,Finance and Banking) , নিয়োগদান এম পি ও ভুক্ত করণ ( এক জনের এম পি ও ভুক্তি প্রক্রিয়াধীন)

১২/ অধ্যক্ষের জন্য এক টি বড় কক্ষ বরাদ্ধ করা হয়েছে পূর্বে ছোট এক টি কক্ষ ছিল ।

১৩/ স্কুল কলেজ শিক্ষকদের একই লেভেলে সুসজ্জিত আলাদা কক্ষে বসার ব্যবস্থা করা

১৪/ ভবন নং চিহ্নিত করণ ,প্রতিটি কক্ষের নং -১০১ থেকে কক্ষ- ৪০৩ নং চিহ্নিত করণ এবং ওয়াশ রুম লিখন ।

১৫/ ভবন নির্মানের জন্য গাছ কাটা হয়েছে তা দিয়ে ৮টি লেকচার টেবিল ও দুইটি বড় আকারের শো কেস ,একটি উন্নত ডায়াস তৈরী তৈরি করা হয়েছে ।

দুইটি নোটিশ বোর্ড তৈরী শিক্ষক হাজিরা খাতা রাখার জন্য দুইটি বিশেষ টেবিল তৈরি, খেলাধুলার বিজয় স্তম্ব্‌ দুইটি বস চেয়ার সহ ১৫টি স্টেইন লেস স্টীলের হাতল ওয়ালা চেয়ার ক্রয় ।

১৬/ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সায়েন্টিফিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে ।

১৭/ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে “অধ্যাপক হামিদুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ” করা হয়েছে ।

১৮/ প্রতিষ্ঠানের নামে এফ ডি আর করা ছিল ১,৮৫,০০০/ ( এক লক্ষ পচাশি হাজার) টাকা যা বর্তমানে ২৩,০০০০০( তেইশ লক্ষ ) টাকা প্রায়

১৯/ উচ্চতর গ্ণিত পাঠ দানের জন্য লিপি আক্তার নামে এক জন খন্ডকালীন শিক্ষিকা পরে নুরে আলম নামে আরেক জন শিক্ষক নিয়োগ দান ।

২০/ প্রতিষ্ঠানের লোগো ,প্যাড, খাম , ভর্তি ফর্ম পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানের নামে নতুন লাইনার ফাইল (কালার ) তৈরী ,সার্টিফিকেট রাখার জন্য বড় খাম (রঙিন লেখা ) তৈরি।

২১/ NTRCA, BOARD, BANBEIS-এ প্রতিষ্ঠানের নাম নূতন/নতুন /NATUN/NUTUN -এর জটিলতা দূরীকরণ।

২২/ প্রতিষ্ঠানের জমির পর্চা তোলা হয়েছে যা দীর্ঘ ৬০ বছরেও তোলা হয়নি । ৬৯ শতাংশ জমির খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে নতুন নামে খারিজ করা হয়েছে ।

২৩/ একটি বড় নিয়ন সাইন বোর্ড তৈরি করা হয়েছে যা রাতের বেলা পুরো মাঠকে আলোকিত করে রাখে , সরকার পরিবর্তনের পর আরেকটি সাইন বোর্ড সেট করা হয়েছে।

২৪/ একটি স্ট্যান্ড নোটিশ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে ।

২৫/ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রিন্টার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে ।

২৭/ বিদ্যুতের দুইটি ছোট মিটার বাদ দিয়ে একটি ২৪ কিলো’র মিটার স্থাপন করা হয়েছে যা দিয়ে বর্তমান তিন টি ভবন সহ আরো একটি ভবন নির্মাণ হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহে কোন সমস্যা হবে না ।

২৮/ একটি Knowledge Corner /জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে /LOOK BEFORE YOU LEAP তৈরি করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করেছে ।

২৯/ শিক্ষকদের বৈশাখী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রতি জন শিক্ষককে ১০০০/ টাকা করে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

৩০/ একটি Steel Ladder ক্রয় করা হয়েছে যা বৈদুতিক লাইট ফ্যান সেটিং, মেরামতের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল ।

৩১/ কয়েক জন শিক্ষকের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিব্যবস্থা করা হয়েছে

৩২/ ক্রয়কৃত পাচ শতাংশ জমির নামখারিজ করে প্রতিষ্ঠানের নামে আনয়ণ করা হয়েছে।

৩৩/ রুহুল আমিন হাওলাদারের র উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

৩৪/ করোনা কালীন সময়ে নষ্ট হওয়া ১৭ টি ল্যাপ টব প্রায় ৫৪০০০/= টাকা খরচ করে মেরামত করা ।

৩৫/ অজু করার ব্যবস্থা এবং একটি নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

৩৬/ একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে এবং এক জন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে

৩৭/ পুরাতন ওয়াল ভেঙে নতুন এবং আধুনিক ওয়াল নির্মিত হয়েছে ।

৩৮/ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের গ্রাচুইটি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতোমধ্যে দুই জন ১/ খালেদা পারভীন এবং.২/বাবু জিতেন্দ্র নাথ সরকার বিধি মোতাবেক পেয়েছেন।

৩৯/ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রেড ক্রিসেন্ট/প্রাথমিক চিকিৎসার কক্ষ বরাদ্ধ করা হয়েছে

৪০/ অফিস কক্ষ আলাদা করা হয়েছে ।

৪১/ সকল ছাত্রীদের এ্প্রোণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

৪২/ছাত্র বেতন আদায়ের রিসিট বই পরিবর্তন করে তিন পার্টের করা হয়েছে।

৪৩/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।

৪৪/দীর্ঘদিন থেকে অনুমোদনহীন দুই শিফটকে এক সিফট করা হয়েছে ।

৪৫/প্রতিষ্ঠানের একটি উন্নত নেইম ফলক “A H R S & C “ লেখা হয়েছে যদিও সরকার পরিবর্তনের পর তা ভেংগে ফেলা হয়েছে এবং নতুন একটি ”S G A M S & C” নির্মিত হবে।

৪৬/ স্কুল ভবন, কলেজ ভবন নাম করণ করা হয়েছে , কলেজ ভবনের নীচ তলায় স্থায়ী অডিটোরিয়াম /মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সাউন্ড বক্স সহ প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৪৭/কলেজ শাখার প্রথম ব্যাচ ২০১৪ এর কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে একটি বোর্ড তৈরী করা হয়েছে ,

৪৮/ সভাপতি মহোদয়দের অনার বোর্ড তৈরী করা হয়েছে যা আগে হয়নি ।

৪৯/ ১৬ টি সি সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে ।

৫০/ দুইটি Wi-Fi সংযোগ দেয়া হয়েছে ।

৫১/ ডিজিটাল ল্যাব আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৫২/২০১৯ সনে স্কুল শিক্ষকদের বাৎসরিক বেতন ছিল=১৮,৩৭ ,১৭৬/( আঠারো লক্ষ সাইত্রিশ হাজার এক শত ছিয়াত্তর) টাকা প্রায় এবং পি এফ ছিল =২,৩১ ,২৬৪/=(দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত চৌষষ্ট্রি )টাকা প্রায় যা বেরে ২০২৪ সনে হয়েছে বেতন=২৯,৭৭ ,৩৮৯/=(উনত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিন শত উন নব্বই) টাকা প্রায় এবং পি এফ =৩১৬২০০/( তিন লক্ষ ষোল হাজার দুইশত টাকা প্রায় । মোটের উপর ব্যয় বেড়েছে ৩ ,২৫ ,০৬৮/=( তিন লক্ষ পচিশ হাজার আটষষ্ট্রি) টাকা প্রায় । কলেজ শিক্ষকদেরও বেতন এবং পি এফ আনুপাতিক হারে বেড়েছে।

৫৩/ কোভিড-১৯, প্রায় দুই বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ছাত্র বেতন বন্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠান থেকে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ৩/৪মাসের শিক্ষক বেতন বকেয়া রয়েছে ।ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়লে এই সমস্যা দূর হবে বলে আশাকরি।

৫৫/প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোদান করে প্রতিষ্ঠান বিধিমোতাবেক সফল ভাবে পরিচালনার কারণে গত ০১/১১/২৪ ইং থেকে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়েছি।

৫৬/ সকল শিক্ষক কর্মচারীকে EFT –র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, নভেম্বর/২০২৪ ইং থেকে সকল শিক্ষক কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের মতোই বেতন ভাতা উত্তোলন করতে পারবেন ।

৫৭/সহকারি শিক্ষক জনাব হুমায়ূন কবির (কৃষি) কে উচ্চচতর বেতন গ্রেড (৯) প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫৮/ সকল শিক্ষক কর্মচারীকে শীত কালীন ইউনিফর্ম হিসাবে একটি করে ব্লেজার দেয়া হয়েছে।

৫৯/ছাত্র-ছাত্রীদের বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশায় সকলের সহযোগিতা কামনা করছি ।